سورة المرسلات

সূরা মুরসালাত

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ ৫০ আয়াত, ২ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۙ ﴿١﴾ فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۙ ﴿٢﴾ وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۙ ﴿٣﴾
فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۙ ﴿٤﴾ فَالْمُلْقِیٰتِ ذِكْرًا ۙ ﴿٥﴾ عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ۙ ﴿٦﴾
اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ؕ ﴿٧﴾ فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ۙ ﴿٨﴾ وَاِذَا السَّمَآءُ
فُرِجَتْ ۙ ﴿٩﴾ وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۙ ﴿١٠﴾ وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ؕ ﴿١١﴾ لِاَیِّ یَوْمٍ
اُجِّلَتْ ؕ ﴿١٢﴾ لِیَوْمِ الْفَصْلِ ۚ ﴿١٣﴾ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا یَوْمُ الْفَصْلِ ؕ ﴿١٤﴾
وَیْلٌ یَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِیْنَ ﴿١٥﴾ اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِیْنَ ؕ ﴿١٦﴾ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ
الْاٰخِرِیْنَ ﴿١٧﴾ كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِیْنَ ﴿١٨﴾ وَیْلٌ یَّوْمَئِذٍ
لِّلْمُكَذِّبِیْنَ ﴿١٩﴾ اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِیْنٍ ۙ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنٰهُ فِیْ
قَرَارٍ مَّكِیْنٍ ۙ ﴿٢١﴾ اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۙ ﴿٢٢﴾ فَقَدَرْنَا ۖ فَنِعْمَ الْقٰدِرُوْنَ ﴿٢٣﴾
وَیْلٌ یَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِیْنَ ﴿٢٤﴾ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ۙ ﴿٢٥﴾
اَحْیَآءً وَّاَمْوَاتًا ۙ ﴿٢٦﴾ وَّجَعَلْنَا فِیْهَا رَوَاسِیَ شٰمِخٰتٍ وَّاَسْقَیْنٰكُمْ مَّآءً
فُرَاتًا ؕ ﴿٢٧﴾ وَیْلٌ یَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِیْنَ ﴿٢٨﴾ اِنْطَلِقُوْۤا اِلٰى مَا كُنْتُمْ
بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۚ ﴿٢٩﴾ اِنْطَلِقُوْۤا اِلٰى ظِلٍّ ذِیْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ۙ ﴿٣٠﴾ لَّا ظَلِیْلٍ
وَّلَا یُغْنِیْ مِنَ اللَّهَبِ ؕ ﴿٣١﴾ اِنَّهَا تَرْمِیْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ۚ ﴿٣٢﴾

www.islaminbangla.com - thanks to www.banglakitab.com

كَأَنَّهُ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ﴿٣٣﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٤﴾ هٰذَا يَوْمُ لَا
يَنْطِقُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ﴿٣٦﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٣٧﴾ هٰذَا
يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ﴿٣٨﴾ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ
فَكِيْدُوْنِ ﴿٣٩﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٠﴾ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ
وَّعُيُوْنٍ ﴿٤١﴾ وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٤٢﴾ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٣﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ
لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٥﴾ كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ ﴿٤٦﴾
وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا
لَا يَرْكَعُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾ فَبِاَيِّ
حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٠﴾

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু

(১) কল্যাণের জন্য প্রেরিত বায়ুর শপথ, (২) সজোরে প্রবাহিত ঝটিকার শপথ, (৩) মেঘ বিস্তৃতকারী বায়ুর শপথ, (৪) মেঘপুঞ্জ বিতরণকারী বায়ুর শপথ এবং (৫) ওহী নিয়ে অবতরণকারী ফেরেশতাগণের শপথ---(৬) ওযর-আপত্তির অবকাশ না রাখার জন্য অথবা সতর্ক করার জন্য (৭) নিশ্চয়ই তোমাদেরকে প্রদত্ত ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে। (৮) অতঃপর যখন নক্ষত্রসমূহ নির্বাপিত হবে, (৯) যখন আকাশ ছিদ্রযুক্ত হবে, (১০) যখন পর্বতমালাকে উড়িয়ে দেওয়া হবে এবং (১১) যখন রসূলগণের একত্রিত হওয়ার সময় নিরূপিত হবে, (১২) এসব বিষয় কোন্ দিবসের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে? (১৩) বিচার দিবসের জন্য (১৪) আপনি জানেন বিচার দিবস কি? (১৫) সেদিন মিথ্যারোপ-কারীদের দুর্ভোগ হবে। (১৬) আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করিনি? (১৭) অতঃপর তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করব পরবর্তীদেরকে। (১৮) অপরাধীদের সাথে আমি এরূপই করে থাকি। (১৯) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (২০) আমি কি তোমা-দেরকে তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি? (২১) অতঃপর আমি তা রেখেছি এক সংরক্ষিত আধারে, (২২) এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত, (২৩) অতঃপর আমি পরিমিত আকারে সৃষ্টি করেছি, আমি কত সক্ষম স্রষ্টা? (২৪) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে।

(২৫) আমি কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারিণীরূপে, (২৬) জীবিত ও মৃতদেরকে? (২৭) আমি তাতে স্থাপন করেছি মজবুত সুউচ্চ পর্বতমালা এবং পান করিয়েছি তোমাদেরকে তৃষ্ণা নিবারণকারী সুপেয় পানি। (২৮) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে! (২৯) চল তোমরা তারই দিকে, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। (৩০) চল তোমরা তিন কুণ্ডলীবিশিষ্ট ছায়ার দিকে, (৩১) যে ছায়া সুনিবিড় নয় এবং অগ্নির উত্তাপ থেকে রক্ষা করে না। (৩২) এটা অট্টালিকা সদৃশ বৃহৎ স্ফুলিংগ নিক্ষেপ করবে (৩৩) যেন সে পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী। (৩৪) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৩৫) এটা এমন দিন, যেদিন কেউ কথা বলবে না (৩৬) এবং কাউকে তওবা করার অনুমতি দেওয়া হবে না। (৩৭) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৩৮) এটা বিচার দিবস, আমি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে একত্র করেছি। (৩৯) অতএব তোমাদের কোন অপকৌশল থাকলে তা প্রয়োগ কর আমার কাছে। (৪০) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৪১) নিশ্চয় আল্লাহ্ভীরুরা থাকবে ছায়ায় এবং প্রস্রবণসমূহে---(৪২) এবং তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের মধ্যে। (৪৩) বলা হবেঃ তোমরা যা করতে তার বিনিময়ে তৃপ্তির সাথে পানাহার কর। (৪৪) এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। (৪৫) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৪৬) কাফিরগণ, তোমরা কিছুদিন খেয়ে নাও এবং ভোগ করে নাও। তোমরা তো অপরাধী। (৪৭) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৪৮) যখন তাদেরকে বলা হয়, নত হও, তখন তারা নত হয় না। (৪৯) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (৫০) এখন কোন্ কথায় তারা এরপর বিশ্বাস স্থাপন করবে?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

কল্যাণের জন্য প্রেরিত বায়ুর শপথ, সজোরে প্রবাহিত ঝটিকার শপথ, (যাতে বিপদা-শংকা থাকে) মেঘ বিস্তৃতকারী বায়ুর শপথ (যার পরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়) মেঘপুঞ্জকে বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর শপথ (বৃষ্টির পর এরূপ হয়ে থাকে) এবং সেই বায়ুর শপথ যে, (অন্তরে) আল্লাহ্র স্মরণ অর্থাৎ (তওবা অথবা সতর্কবাণী) জাগরিত করে। (অর্থাৎ উপরোক্ত বায়ুসমূহ আল্লাহ্র অপার কুদরত জ্ঞাপন করার কারণে আল্লাহ্র দিকে মনোযোগী হওয়ার কারণ হয়ে থাকে। এই মনোযোগ দ্বিবিধ হয়ে থাকে---(১) এ সব বায়ু ভীতিপ্রদ হলে ভয় সহকারে এবং (২) তওবা ওযরখাহী সহকারে। এটা ভয় ও আশা উভয় অবস্থাতে হতে পারে। বায়ু কল্যাণবাহী হলে আল্লাহ্র নিয়ামত স্মরণ করে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় এবং নিজ ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়ে। পক্ষান্তরে বায়ু ভয়াবহ হলে আল্লাহ্র আযাবকে ভয় করে গোনাহের জন্য তওবা করা হয়। অতঃপর শপথের জওয়াব বর্ণিত হয়েছে) তোমাদেরকে প্রদত্ত ওয়াদা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। (অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হবে। এসব শপথ কিয়ামতের খুবই উপযুক্ত। কেননা, প্রথমবার শিংগায় ফুঁক দেওয়ার পর বিশ্বজগতের ধ্বংসপ্রাপ্তির ঘটনা ঝঞ্ঝাবায়ুর সমতুল্য এবং দ্বিতীয়বার ফুঁক দেওয়ার পরবর্তী ঘটনাবলী তথা মৃতদের পুনরুজ্জীবিত হওয়া ইত্যাদি কল্যাণবাহী বায়ুর

www.islaminbangla.com - thanks to www.banglakitab.com

সাথে সামঞ্জস্যশীল, যদ্দ্বারা বৃষ্টি এবং বৃষ্টি দ্বারা উদ্ভিদের মধ্যে জীবন সঞ্চারিত হয়। অতঃপর কিয়ামতের বাস্তবতা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ) অতঃপর যখন নক্ষত্রসমূহ নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, যখন পর্বতমালা উড়তে থাকবে এবং যখন রসূলগণকে নির্দিষ্ট সময়ে একত্র করা হবে, (তখন সবার বিচার হবে। অতঃপর সেই দিবসের ভয়াবহতা উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিছু জানা আছে কি) পয়গম্বরগণের ব্যাপার কোন্ দিবসের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। অতঃপর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে) বিচার দিবসের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। এই প্রশ্ন ও উত্তরের উদ্দেশ্য এরূপ মনে হয় যে, কাফিররা সবসময়ই রসূলগণকে মিথ্যারোপ করেছে। এখনও তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মিথ্যারোপ করছে। তাদেরকে এ বিষয়ে পরকালের ভয় প্রদর্শন করা হলে তারা পরকালকেও অস্বীকার করে। এই মিথ্যারোপের ব্যাপারটি অনতিবিলম্বেই চুকিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। কারণ, একে স্থগিত রাখার ফলে কাফিররা আরও অস্বীকার ও মিথ্যারোপের সুযোগ পায়। মুসলমানরাও এব্যাপারটি দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়ার বাসনা পোষণ করে। সুতরাং আয়াতে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, কোন কোন রহস্যের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা একে স্থগিত রেখেছেন কিন্তু একদিন না একদিন অবশ্যই এই বিচার সংঘটিত হবে)। আপনি জানেন সেই বিচারের দিবস কেমন? (অর্থাৎ খুবই কঠিন। যারা এর বাস্তবতাকে অস্বীকার করে, তাদের বোঝা উচিত যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর অতীত ইতিহাসের মাধ্যমে বর্তমান লোকদেরকে সতর্ক করা হয়েছে)। আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে (আযাব দ্বারা) ধ্বংস করিনি? অতঃপর তাদের পশ্চাতে পরবর্তীদেরকেও (আযাবে) একত্র করব। (অর্থাৎ আপনার উম্মতের কাফিরদের উপরও ধ্বংসের শাস্তি নাযিল করব। বদর, ওহুদ ইত্যাদি যুদ্ধে তাই হয়েছে। অপরাধীদের সাথে আমি এরূপই করে থাকি। অর্থাৎ কুফরের শাস্তি দেই---উভয় জাহানে কিংবা পরকালে। যারা কুফরের কারণে আযাবের

যোগ্য হওয়াকে মিথ্যা মনে করে, তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর কিয়ামতের বাস্তবতা ও মৃতদের পুনরুজ্জীবনকে আরও ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে) আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি (অর্থাৎ বীর্য) থেকে সৃষ্টি করিনি? (অর্থাৎ প্রথমে তোমরা বীর্য ছিলে)। অতঃপর আমি তা এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রেখেছি সংরক্ষিত আধারে (অর্থাৎ নারীর গর্ভাশয়ে)। অতঃপর আমি (এ সব কাজের) এক পরিমাণ নির্ধারণ করেছি। আমি কত উত্তম পরিমাণ নির্ধারণকারী! (এ থেকে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ্ মৃতদেরকে পুনর্বার জীবিত করতে সক্ষম। সুতরাং যারা এই সত্যকে অর্থাৎ পুনরুজ্জীবনের ক্ষমতাকে মিথ্যারোপ করে, তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর আনুগত্য ও ঈমানে উৎসাহিত করার জন্য কতক নিয়ামত বর্ণনা করা হয়েছে) আমি কি ভূমিকে জীবিত ও মৃতদেরকে ধারণকারীরূপে সৃষ্টি করিনি? (জীবন এর উপরই অতিবাহিত হয়। মৃত্যুর পর দাফন, নিমজ্জিত ও প্রজ্বলিত হওয়ার পথে অবশেষে মানুষ মাটির সাথেই মিশে যায়। মৃত্যুর পরও ভূমি নিয়ামত। কেননা, মৃতরা মাটি না হয়ে গেলে জীবিতদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে যেত, তারা পৃথিবীতে বসবাস এমনকি, চলাফেরা করার জায়গা পেত না)। আমি তাতে (অর্থাৎ ভূমিতে) স্থাপন করেছি সুউচ্চ পর্বতমালা (যদ্দ্বারা অনেক উকপার সাধিত হয়)। এবং

তোমাদেরকে মিঠা পানি পান করিয়েছি। (একে স্বতন্ত্র নিয়ামতও বলা যায় এবং ভূমি সম্পর্কিত নিয়ামতও বলা যায়। কেননা, পানির কেন্দ্রস্থল ভূমিই। এসব নিয়ামত তওহীদকে জরুরী করে। সুতরাং যারা এই সত্য বিষয়কে অর্থাৎ তওহীদ জরুরী হওয়াকে মিথ্যা বলে, তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর কিয়ামতের কতক শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। কিয়ামতের দিন কাফিরদেরকে বলা হবে ঃ) তোমরা সেই আযাবের দিকে চল, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। (এর এক শাস্তি এই নির্দেশের মধ্যে আছে---) চল, তোমরা তিন কুণ্ডলীবিশিষ্ট ছায়ার দিকে---যে ছায়া সুনিবিড় নয় এবং উত্তাপ থেকে রক্ষাও করে না। [এখানে জাহান্নাম থেকে নির্গত একটি ধূম্রকুণ্ডলী বোঝানো হয়েছে। আধিক্যের কারণে এটা উপরে উঠে বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়বে।---(তাবারী) হিসাব-নিকাশ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কাফিররা এই ধূম্রকুণ্ডলীর নিচে অবস্থান করবে। পক্ষান্তরে নেক বান্দাগণ আরশের ছায়াতলে অবস্থান করবে। অতঃপর এই ধূম্রকুণ্ডলীর আরও কিছু অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে]। এটা অট্টালিকা সদৃশ পীতবর্ণ উষ্ট্র শ্রেণীর ন্যায় স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে। [নিয়ম এই যে, অগ্নি থেকে স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হওয়ার সময় বিরাট আকারে উত্থিত হয়, এরপর অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে মাটিতে পতিত হয়। সুতরাং প্রথম তুলনাটি প্রথম অবস্থার দিক দিয়ে এবং দ্বিতীয় তুলনাটি শেষ অবস্থার দিক দিয়ে দেওয়া হয়েছে।---(রূহুল মা'আনী) অতঃপর যারা এই সত্য ঘটনাকে মিথ্যা বলে, তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে,] সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর কাফিরদের আরও ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে)। এটা এমন দিন, যেদিন কেউ কোন কথা বলবে না এবং কাউকে ওযর পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না। (কারণ, বাস্তবে কোন সঙ্গত ওযর থাকবেই না। যারা এই সত্য ঘটনাকেও মিথ্যারোপ করছে, তারা বুঝে নিক যে,) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর তাদেরকে বলা হবে ঃ) এটা বিচার দিবস, (যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে) আমি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে (বিচারের জন্য) একত্র করেছি। অতএব অদ্যকার ফলাফল ও বিচার থেকে আত্মরক্ষার কোন অপকৌশল তোমাদের কাছে থাকলে তা আমার কাছে প্রয়োগ কর। (কাফিররা এই সত্য ঘটনাকেও মিথ্যারোপ করে। অতএব তারা বুঝে নিক যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর কাফিরদের মুকাবিলায় মু'মিনদের পুরস্কার বর্ণিত হয়েছে)। আল্লাহ্‌ভীরুগণ থাকবে ছায়ায়, প্রস্রবণসমূহে এবং তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলসমূহে। (তাদেরকে বলা হবে ঃ)। আপন (সৎ) কর্মের বিনিময়ে খুব তৃপ্তির সাথে পানাহার কর। আমি সৎকর্মশীলদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। (কাফিররা জান্নাতের নিয়ামতসমূহকেও মিথ্যা বলে। অতএব তারা বুঝে নিক যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (অতঃপর আবার কাফিরদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। কাফিররা) তোমরা (দুনিয়াতে) কিছুদিন খেয়ে নাও এবং ভোগ করে নাও (সত্বরই দুর্ভোগ আসবে। কেননা) তোমরা নিশ্চিতই অপরাধী। (অপরাধীদের অবস্থা তাই হবে। যারা অপরাধের শাস্তিকে মিথ্যারোপ করে, তারা বুঝে নিক যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (কাফিররা এমন অপরাধী যে) যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ নত হও, (অর্থাৎ ঈমান ও দাসত্ব অবলম্বন কর) তখন তারা নত হয় না। (এর

www.islaminbangla.com - thanks to www.banglakitab.com

চেয়ে বড় অপরাধ আর কি হবে। তারা এই অপরাধকেও মিথ্যা মনে করে। অতএব তারা বুঝে নিক যে) সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে। (কোরআনের এসব বর্ণনা শোনা-মাত্রই ভয়ে ঈমান আনা উচিত ছিল। এর পরও যখন তারা প্রভাবান্বিত হয় না, তখন) এরপর (অর্থাৎ প্রাঞ্জলভাষী, সতর্ককারী কোরআনের পর) তারা কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে? (এতে কাফিরদেরকে শাসানো হয়েছে এবং তাদের ঈমানের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নিরাশ করা হয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সহীহ্ বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন ঃ আমরা মিনার এক গুহায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে সূরা মুরসালাত অবতীর্ণ হল। রসূলুল্লাহ্ (সা) সূরাটি আবৃত্তি করতেন আর আমি তা শুনে শুনে মুখস্থ করতাম। সূরার মিষ্টতায় তাঁর মুখমণ্ডল সতেজ দেখাচ্ছিল। হঠাৎ একটি সর্প আমাদের উপর আক্রমণোদ্যত হলে রসূলুল্লাহ্ (সা) তাকে হত্যা করার আদেশ দিলেন। আমরা সর্পের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম কিন্তু সে পালিয়ে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমরা যেমন তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রয়েছ, তেমনি সেও তোমাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে।---(ইবনে কাসীর)

এই সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা কয়েকটি বস্তুর শপথ করে কিয়ামতের নিশ্চিত আগমনের কথা ব্যক্ত করেছেন। এই বস্তুগুলোর নাম কোরআনে উল্লেখ করা হয়নি। তাবে সেগুলোর স্থলে এই পাঁচটি বিশেষণ উল্লেখ করা হয়েছে ঃ عاصفات مرسلات-ملقيات الذكر- فارقات - ناشرات - -কিন্তু এগুলো কার বিশেষণ, কোন হাদীসে তা পুরোপুরি নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাই এ সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীগণ থেকে বিভিন্নরূপ তফসীর বর্ণিত আছে।

কারও কারও মতে এগুলো সব ফেরেশতাগণের বিশেষণ। সম্ভবত ফেরেশতাগণের বিভিন্ন দল এসব বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত। কেউ কেউ এগুলোকে বায়ুর বিশেষণ সাব্যস্ত করেছেন। কারণ, বায়ু বিভিন্ন প্রকার ও গুণের হয়ে থাকে। ফলে বায়ুরও এসব বিভিন্ন বিশেষণ হতে পারে। কেউ কেউ স্বয়ং পয়গম্বরগণকে এসব বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। একারণেই ইবনে জরীর এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকাকে অধিকতর নিরাপদ ঘোষণা করে বলেছেন ঃ সবই হতে পারে কিন্তু আমরা কোনকিছু নির্দিষ্ট করি না।

এতে সন্দেহ নেই যে, এখানে উল্লিখিত পাঁচটি বিশেষণের মধ্যে কয়েকটি ফেরেশতাগণের সাথেই অধিক খাপ খায় এবং তাদের জন্যই উপযুক্ত। এগুলোকে বায়ুর বিশেষণ করা হলে টানা-হেঁচড়া ও সদর্থের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গতি নেই। পক্ষান্তরে কতক বিশেষণ এমন যে, এগুলো বায়ুর সাথেই অধিক খাপ খায়। এগুলোকে ফেরেশতাগণের বিশেষণ করা হলে সদর্থ করা ছাড়া শুদ্ধ হয় না। তাই এ স্থলে ইবনে কাসীরের ফয়সালাই উত্তম

মনে হয়। তিনি বলেছেন, প্রথমোক্ত তিনটি বায়ুর বিশেষণ। এগুলোতে বায়ুর শপথ করা হয়েছে এবং শেষোক্ত দুটি ফেরেশতাগণের বিশেষণ। এগুলোতে ফেরেশতাগণের শপথ করা হয়েছে।

বায়ুর বিশেষণ করা হলে শেষোক্ত দুই বিশেষণে যে সদর্থ করা হয়, তা আপনি তফসীরের সার-সংক্ষেপে দেখেছেন। কেননা, এতে এই মত অবলম্বন করেই তফসীর করা হয়েছে। এমনিভাবে এগুলোকে ফেরেশতাগণের বিশেষণ করা হলে প্রথমোক্ত তিনটি বিশেষণ مرسلات - عاصفات ও ناشرات -কে ফেরেশতাগণের সাথে খাপ খাওয়াবার জন্য এমনি ধরনের সদর্থের আশ্রয় নিতে হয়েছে। ইবনে কাসীরের মতানুযায়ী আয়াতসমূহের অর্থ এইঃ প্রেরিত বায়ুসমূহের কসম। عرفا -এর অর্থ কল্যাণের জন্য। বলা বাহুল্য, বৃষ্টি নিয়ে আগমনকারী বায়ু কল্যাণের জন্যই হয়ে থাকে। عرفا -এর অপর অর্থ একের পর একও হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে সব বায়ু মেঘ ও বৃষ্টি নিয়ে একের পর এক অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হয়। عاصفات -শব্দটি عصف -থেকে উদ্ভূত। অর্থ সজোরে বায়ু প্রবাহিত হওয়া। উদ্দেশ্য ঝটিকা ও ঝঞ্ঝাবায়ু, যা মাঝে মাঝে প্রবাহিত হয়। ناشرات ---বলে এমন বায়ু বোঝানো হয়েছে যা বৃষ্টির পর মেঘমালাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। فارقات ---এটা ফেরেশতাগণের বিশেষণ। অর্থাৎ যারা ওহী নাযিল করে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য ফুটিয়ে তোলে। ملقيات الذكر---এটাও ফেরেশতাগণের বিশেষণ। ذكر -এর অর্থ কোরআন অথবা ওহী। উদ্দেশ্য এই যে, সে সব ফেরেশতার শপথ যারা ওহীর মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট করে এবং সে সব ফেরেশতার শপথ, যারা পয়গম্বরগণের নিকট ওহী ও কোরআন নাযিল করে। এভাবে কোন বিশেষণে সদর্থ ও টানা-হেঁচড়ার প্রয়োজন হয় না।

এখন প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এই তফসীরের ভিত্তিতে প্রথমে বায়ুর ও পরে ফেরেশতা-গণের শপথ করা হয়েছে। এতদুভয়ের মধ্যে মিল কি? জওয়াব এই যে, আল্লাহ্‌র কালামের রহস্য কেউ পূর্ণরূপে বুঝতে সক্ষম নয়। তথাপি এরূপ মিল থাকতে পারে যে, বায়ুর দুই প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে---এক. বৃষ্টিবাহী ও কল্যাণকর এবং অপরটি ঝটিকা ও অকল্যাণ-কর। এগুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। প্রত্যেকেই এগুলোকে বুঝে ও চিনে। প্রথমে চিন্তা-ভাবনার জন্য এগুলোকে মানুষের সামনে আনা হয়েছে। এরপর ফেরেশতা ও ওহী উপস্থিত করা হয়েছে, যা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়। কিন্তু সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলে এগুলোর বিশ্বাস লাভ করা যায়।

عُذْرًا اَوْ نُذْرًا—এই আয়াত ملقيات ذكرا -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ ذكر তথা ওহী পয়গম্বরগণের কাছে নাযিল করা হয়, যাতে তা মু'মিনদের জন্য ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে ওযরখাহীর কারণ হয় এবং কাফিরদের জন্য সতর্ককারী হয়ে যায়।

www.islaminbangla.com - thanks to www.banglakitab.com

বায়ু, ফেরেশতা অথবা উভয়ের শপথ করে আল্লাহ্ বলেছেনঃ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ অর্থাৎ তোমাদেরকে পয়গম্বরগণের মাধ্যমে কিয়ামত, হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদান ও শাস্তির যে ওয়াদা দেওয়া হচ্ছে, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। অতঃপর বাস্তবায়ন মুহূর্তের কতিপয় অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, প্রথমে সব নক্ষত্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে অথবা জ্যোতিহীন অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে। ফলে সমগ্র বিশ্ব গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। তৃতীয় অবস্থা এই যে, পর্বতসমূহ তুষারের ন্যায় উড়তে থাকবে। চতুর্থ অবস্থা এইঃ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ । أُقِّتَتْ শব্দটি تَوْقِيتٌ থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ সময় নির্ধারণ করা। আল্লামা যমখশরী বলেনঃ এর অর্থ কোন সময় নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছাও হয়ে থাকে। এখানে এই অর্থই উপযুক্ত। আয়াতের অর্থ এই যে, পয়গম্বরগণের জন্য উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে উপস্থিত হওয়ার যে সময় নিরূপিত হয়েছিল, তাঁরা যখন সে সময়ে পৌঁছে যাবেন এবং তাঁদের উপস্থিতির মেয়াদ এসে যাবে। তাই তফসীরের সার-সংক্ষেপে এর অর্থ করা হয়েছে যখন পয়গম্বরগণকে একত্র করা হবে।

অতঃপর وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন খুবই ভয়াবহ হবে। কারণ, এটা বিচার দিবস। এতে কাফির ও মিথ্যারোপকারীদের জন্য ধ্বংস ও বিপর্যয় ছাড়া কিছু হবে না। وَيْلٌ শব্দের অর্থ ধ্বংস, দুর্ভোগ। হাদীসে আছে وَيْلٌ জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। এতে জাহান্নামীদের ক্ষতস্থানের পুঁজ একত্রিত হবে এবং এটাই হবে মিথ্যারোপকারীদের বাসস্থান। অতঃপর বর্তমান লোকদেরকে অতীত লোকদের অবস্থা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে বলা হয়েছে أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ অর্থাৎ আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে তাদের কুফরের কারণে ধ্বংস করিনি? এখানে আদ, সামূদ, কওমে লূত, কওমে ফিরাউন ইত্যাদির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ এক কিরাআত অনুযায়ী অর্থ এই যে, আমি কি পূর্ববর্তীদের পর পরবর্তীদেরকেও তাদের পশ্চাতে ধ্বংস করিনি? এমতাবস্থায় পরবর্তী মানে পূর্ববর্তীদেরই পরবর্তী লোকেরা, যারা কোরআন অবতরণের পূর্বেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। অপর কিরাআত অনুযায়ী এটা আলাদা বাক্য এবং পরবর্তী মানে উম্মতে মুহাম্মদীর কাফির। উদ্দেশ্য, পরবর্তী লোকদের ধ্বংসের খবর দিয়ে বর্তমান কাফিরদেরকে ভবিষ্যৎ আযাবের খবর দেওয়া। এই আযাব বদর, ওহুদ প্রভৃতি যুদ্ধে তাদের উপর পতিত হয়েছে।

পার্থক্য এই যে, পূর্ববর্তীদের উপর আসমানী আযাব নাযিল হত, যাতে সমগ্র জনপদ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হত আর বর্তমান কাফিরদের উপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্মানার্থে আসমানী আযাব আসে না বরং মুসলমানদের তরবারির মাধ্যমে তাদের আযাব আসে। এতে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হয় না----কেবল প্রধান অপরাধীরাই নিহত হয়।

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ---অর্থাৎ আমি কি ভূমিকে জীবিত ও মৃত মানুষদের জন্য كفات করিনি? كفات শব্দটি كفت থেকে উদ্ভূত এর অর্থ মিলানো। كفات সেই বস্তু, যে অনেক কিছুকে নিজের মধ্যে ধারণ করে। ভূমি ও জীবিত মানুষকে তার পৃষ্ঠে এবং সকল মৃতকে তার পেটে ধারণ করে।

إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ قصر—-এর অর্থ অট্টালিকা। جمالة উটকে বলা হয় এবং صفر শব্দটি اصفر--এর বহুবচন অর্থ পীতবর্ণ। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নামের অগ্নি বিশালকায় স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করবে, যা বিরাট অট্টালিকার ন্যায় মনে হবে। অতঃপর তা বিচ্ছিন্ন হয়ে ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হবে এবং খণ্ডগুলো পীতবর্ণ উষ্ট্র শ্রেণীর সমান মনে হবে। কেউ কেউ এখানে صفر -এর অনুবাদ করেছেন কৃষ্ণবর্ণ। কেননা, পীতবর্ণ উট কৃষ্ণাভ হয়ে থাকে---(রূহুল মা'আনী)

هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ —অর্থাৎ সেদিন কেউ কথা বলতে পারবে না এবং কাউকে কৃতকর্মের ওযর পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না। অন্যান্য আয়াতে কাফিরদের কথা বলা এবং ওযর পেশ করার কথা রয়েছে। সেটা এর পরিপন্থী নয়। কেননা, হাশরের ময়দানে বিভিন্ন স্থান আসবে। কোন স্থানে ওযর পেশ করা নিষিদ্ধ থাকবে এবং কোন স্থানে অনুমতি দেওয়া হবে---(রূহুল মা'আনী)

كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ---অর্থাৎ কিছুদিন খেয়ে-দেয়ে নাও এবং আরাম করে নাও। তোমরা তো অপরাধী ; অবশেষে কঠোর আযাব ভোগ করতে হবে। পয়গম্বরগণের মাধ্যমে একথা দুনিয়াতে মিথ্যারোপকারীদেরকে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, ক্ষণস্থায়ী আরাম-আয়েশের পর তোমাদের কপালে আযাবই আযাব রয়েছে। ---(আবূ হাইয়ান)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ —এখানে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে রুকূর আভিধানিক অর্থ নত হওয়া বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে যখন তাদেরকে আল্লাহ্র বিধানাবলী মেনে চলতে বলা হত, তখন তারা মেনে চলত না। কেউ

www.islaminbangla.com - thanks to www.banglakitab.com

কেউ রুকূর পারিভাষিক অর্থও নিয়েছেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যখন তাদেরকে নামাযের দিকে আহ্বান করা হত, তখন তারা নামায পড়ত না। কাজেই আয়াতে রুকূ বলে পুরো নামায বোঝানো হয়েছে।---(রূহুল মা'আনী)

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ—অর্থাৎ তারা যখন কোরআনের মত অপূর্ব, অলংকারপূর্ণ, তত্ত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদিমণ্ডিত কিতাবে বিশ্বাস স্থাপন করল না, তখন এরপর আর কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে? এখানে উদ্দেশ্য তাদের ঈমানের ব্যাপারে নৈরাশ্য ব্যক্ত করা। হাদীসে আছে যখন এই সূরা তিলাওয়াতকারী এই আয়াত পাঠ করে তখন তার آمَنَّا بِاللّٰهِ বলা উচিত। অর্থাৎ আমরা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। নামাযের বাইরেও নফল নামাযের মধ্যে এই বাক্য বলা উচিত। ফরয ও সুন্নত নামাযে এ থেকে বিরত থাকা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে।
